৪০/১১/২০০১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ……………………

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সুনাগরিক গড়ে তুলতে পাঠাভ্যাসের বিকল্প নেই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ 'সমাজকে পরিশীলিত, সুশিক্ষিত এবং সুরুচিবান করে গড়ে তোলার জন্য পাঠাভ্যাসের কোন বিকল্প নেই। সমাজের ভেতরে পরিবর্তন আনয়নে চাই পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে নীরব সামাজিক বিপ্লব'— এমন প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ের সাথে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার তাগিদ দিলেন বক্তারা।

গতকাল সোমবার সকালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত এক কর্মশালা ও গ্রন্থের প্রকাশনা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন। সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশে 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বার (আই.এস.বি.এন) প্রচলনের দশ বছর ঃ একটি মূল্যায়ন' শীর্ষক কর্মশালা এবং ২০০০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মুদ্রণ, অঙ্গসৌষ্ঠব, গঠন সৌকর্য এবং প্রচ্ছদ অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ। স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক আবদুল আউয়াল হাওলাদার, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইউপিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ।

এ অনুষ্ঠানে বক্তারা '৯১ সালে প্রণীত জাতীয় গ্রন্থনীতির পূর্ণ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে তথা বই পড়াকে আকর্ষণীয় করতে সম্ভাব্য সবকিছুই নিশ্চিত করা দরকার। এছাড়াও বক্তারা প্রকাশকদের পেশাদারিত্ব অর্জনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, প্রকাশনা শিল্পকে একটি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে বইয়ের বাজার বিস্তৃত করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান বলেন, বই পড়ার সামাজিক অভ্যাসের মাধ্যমে সমাজকে সুশিক্ষিতরূপে গড়ে তোলা যায়; কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হুট করে একটি শ্রেণী উচ্চবিত্ত হয়ে যাওয়ায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিম্নবিত্তে পরিণত হয়ে যাওয়ায় সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে আই.এস.বি.এন প্রচলন জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন, ঢাকা বইমেলার আয়োজন, গ্রন্থ সপ্তাহ পালন ইত্যাদি বিএনপিরই অবদান। তিনি বলেন, গত সরকার গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অনুষ্ঠানের এ পর্বে সভাপতিত্ব করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী। পরে দুপুরে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বদিউদ্দিন নাজির এবং আলোচনায় অংশ নেন ড. শরিফউদ্দিন আহমেদ, মজিবর রহমান খোকা, মফিদুল হক প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মনসুর মুসা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ২০০০ সালে সৃজনশীল গ্রন্থে চারটি বিভাগে নিম্নের প্রকাশনা সংস্থাকে পুরস্কৃত করেছে। সাধারণ গ্রন্থ (মুদ্রণ, অঙ্গসৌষ্ঠব, গঠন সৌকর্য) বিভাগে ১ম পুরস্কার ঃ ইউপিএল (অচিন পাখি ইনফিনিটি), ২য় পুরস্কার ঃ অনন্যা (কীর্তিমানের মুখচ্ছবি); সাধারণ গ্রন্থ (প্রচ্ছদ অঙ্কন) বিভাগে ১ম পুরস্কার ঃ সিকদার আবুল বাসার। গ্রন্থ- গল্প সমগ্র ঃ আবু রুশদ, সংস্থা গতিধারা। দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ আবিদ এ আজাদ। গ্রন্থ- আমি নই, সংস্থা-বাংলা একাডেমী।

শিশুতোষ গ্রন্থ (মুদ্রণ, অঙ্গসৌষ্ঠব, গঠন সৌকর্য) বিভাগে প্রথম পুরস্কার ঃ চন্দ্রদ্বীপ

মজার মজার রূপকথা, সংস্থা-ইউপিএল।

জাদুঘরে ভারতীয় হাই কমিশনে[র] অনুষ্ঠান ঃ ভিন্ন স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠা[ন] আয়োজনে ভারতীয় হাই কমিশনের জু[ড়ি] নেই। কিছুদিন পর পরই তারা ভারতে[র] খ্যাতিমান ধ্রুপদী সঙ্গীতের ওস্তাদদে[র] তবলা, সেতার বাদকদের নিয়ে আসে[ন] বাংলাদেশে। বিভিন্ন ঘরানার নৃত্যে পারঙ্গ[ম] শিল্পীদের নৈপুণ্য দেখারও সুযোগ হয়ে[ছে] বাংলাদেশের দর্শকদের। ভারতীয় হা[ই] কমিশন আয়োজিত এ অনুষ্ঠানগুলো[তে] দর্শক উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় জাদুঘ[র] মিলনায়তনে তেমনই একটি সাংস্কৃতি[ক] সন্ধ্যার আয়োজন করে ভারতীয় হা[ই] কমিশন। দু'দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে গতকাল এককভা[বে] তবলা বাদন শোনান ভারত থেকে আ[গত] শিল্পী মালার ঘোষ। একই অনুষ্ঠানে ধ্রু[পদী] সঙ্গীত শুনিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন … ভট্টাচার্য। আজ মঙ্গলবার … অনুষ্ঠানের শেষদিনে সেতার … করবেন পূর্বায়ন চ্যাটার্জি।

দৃশ্য লেখার প্রথম প্রদর্শনী ঃ ন[তুন] প্রজন্মের নবীন পরিচালক এশার কিশো[র] চোখে দেখা বাংলার আধুনিক ধ্রুপদী গা[নের] দৃশ্যরূপ 'দৃশ্য লেখা'র প্রথম প্রদর্শনী আ[জ] মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টায় মুক্তি[যুদ্ধ] জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রাবে[…] সহযোগিতায় এটি স্বপ্নের কারখানায় নির্মি[ত] প্রথম